সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪৬২
WEEKLY BOOKLET: 462

আমীরে আহলে সুন্নাতের মুহাররম শরীফ ১৪৪৪ ও ১৪৪৭ হিজরির দু'টি বয়ান

শানে সাহাবা ও আহলে বাইত

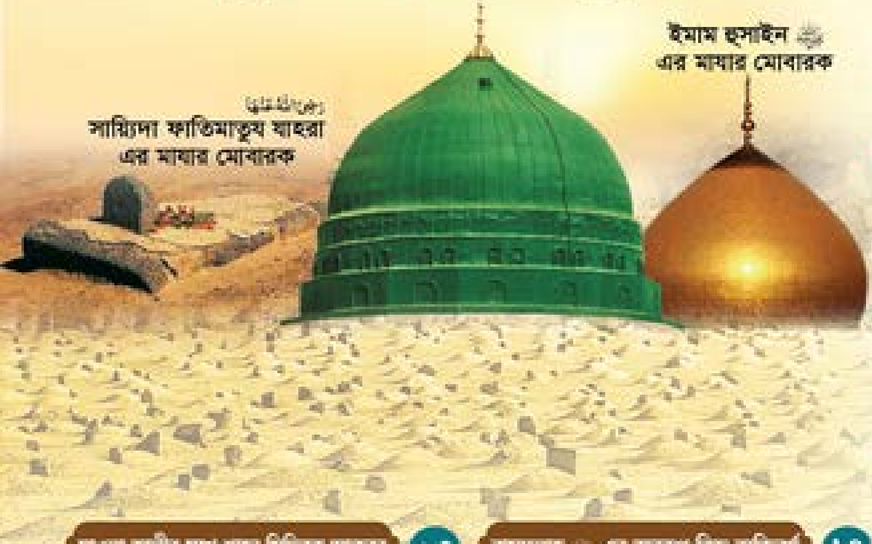

মাওলা আলীর মুখে শানে সিদ্দিকে আকবর ০৩
রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অনুরূপ কিছু ব্যক্তিবর্গ ১৭
শেহের বানু নামকরণের কারণ ২০
হযরত বিবি সকিনা ২১

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

শানে সাহাবা ও আহলে বাইত(১)

দোয়ায়ে আত্তার: হে আল্লাহ পাক ! যে কেউ এই পুস্তিকা **“শানে সাহাবা ও আহলে বাইত”** পড়ে বা শুনে নিবে তাকে খুব বেশি ফয়যানে সাহাবা ও আহলে বাইত নসীব করো এবং তার মা-বাবাসহ তার পুরো পরিবারকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও। اٰمِين بِجاهِ خاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের ফযিলত

মাওলা আলী শে'রে খোদা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন: প্রত্যেক ব্যক্তির দোয়া পর্দার মধ্যে থাকে যতক্ষণ না রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর দরুদ পাঠ করে। (মু'জামু আউসাত, ১/২১১, হাদিস: ৭২১)

اُن کے مولیٰ کی اُن پر کروروں دُرود　　اُن کے اَصحاب و عترت پہ لاکھوں سلام

---

১. ১ মুহাররম শরীফ ও ১৪৪৭ হিজরীতে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইতের মধ্যে, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه “শানে সাহাবা ও আহলে বাইত رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِين” বিষয়ের উপর সুন্নাতে ভরা বয়ান করেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه সাপ্তাহিক রিসালা ও বয়ানাতে আমীরে আহলে সুন্নাত বিভাগ আমীরে আহলে সুন্নাতের রিসালা “ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর কারামত” থেকে কিছু তথ্য সংযুক্ত করে এটাকে রিসালা আকারে উপস্থাপন করছে। এটা স্বয়ং নিজে পড়ুন এবং নিজের মরহুমদের ঈসালে সাওয়াবের জন্য বিতরণ করুন। ইউটিউব চ্যানেলের QR দেওয়া হয়েছে, এটাকে স্কিনশর্ট দিয়ে আমীরে আহলে সুন্নাতের মাদানী মুযাকারা ও বয়ান দেখতে ও শুনতে পারবেন। (সাপ্তাহিক রিসালা বিভাগ)

উন কে মাওলা কি উন পর করোঁ দরুদ
উন কে আসহাব ও ইতরত পে লাখো সালাম

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর শান

হযরত (সায়্যিদুনা) জাবের বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, আমরা রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম, ইরশাদ করলেন: এখন তোমাদের মাঝে ওই ব্যক্তির প্রকাশ ঘটবে যাকে আল্লাহ পাক আমার পরে তার চেয়ে উত্তম ও মর্যাদাবান কাউকে বানাননি এবং তার শাফায়াত শাফায়াতে আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর শাফায়াতের মতো হবে। আমরা উপস্থিত ছিলাম ঠিক তখনই (হযরত সায়্যিদুনা) আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আসলেন, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দাঁড়িয়ে গেলেন আর (হযরত সায়্যিদুনা) সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে আদর করলেন এবং আলিঙ্গন করলেন। (তারিখে বাগদাদ, ৩/৩৪০, হাদিস: ১৪৫৭। আশিকে আকবর, পৃ: ২১)

হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর শানে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৩টি বাণী

(১) আবু বকর! তুমি আমার উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে। (আবু দাউদ, ৪/২৮০, হাদিস: ৪৬৫২)

(২) (হে আবু বকর!) তুমি আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আগুন থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত। (তিরমিযী, ৫/৩৮২, হাদিস: ৩৬৯৯)

(৩) আবু বকরের প্রতি ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা (আদায় করা) আমার সমস্ত উম্মতের উপর আবশ্যক। (তারিখুল খুলাফাউল আরবাআ, পৃ: ৮৯, হাদিস: ৮৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হযরত মাওলা আলীর মুখে শানে সিদ্দিকে আকবর

মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা হযরত মাওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর খেদমতে একবার কোন এক সময় আরজ করা হলো (হযরত) আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর জীবনী বলুন। তখন হযরত মাওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: তিনি হলেন ওই ব্যক্তি যার নাম মুবারক আল্লাহ পাক হযরত জিবরাঈল আমীন ও নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুখে “সিদ্দিক” রেখেছেন, তিনি রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খলিফা ছিলেন, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে দ্বীনের নেতৃত্বের জন্য পছন্দ করেছেন অতএব আমরা আমাদের পৃথিবীতেও তাকে পছন্দ করলাম। আরজ করা হলো: (হযরত) ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সম্পর্কে বলুন। মাওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: তিনি হলেন ওই ব্যক্তি যার নাম আল্লাহ পাক “ফারুক” রেখেছেন, তিনি হককে বাতিল থেকে পৃথক করেছেন, আমি নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে (আল্লাহ পাকের দরবারে) দোয়া করতে শুনেছি যে, হে আল্লাহ পাক! ওমর বিন খাত্তাবের মাধ্যমে ইসলামকে সম্মানিত করো। এরপর আরজ করা হলো: (হযরত) ওসমান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ব্যাপারে কিছু বলুন। তখন হযরত আলীয়্যুল মুরতাযা শে’রে খোদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: তিনি হলেন ওই ব্যক্তি যাকে ফেরেশতারা “যুন নুরাইন” (অর্থাৎ দুই নূরের অধিকারী) বলে ডাকেন, হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুইজন শাহজাদীর স্বামী হয়েছেন এবং প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁদের জন্য জান্নাতে একটি স্থানের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। (আশ শারীয়াতুল আজরী, ৩/৪২৮, বাণী: ১৮৮৫। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৩০/৬৩০)

আল্লাহ পাকের রহমত এই চারজন বন্ধুর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجاہِ خاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

رحمتیں ہوں ہر صحابی پر مُدام اور خُصوصًا چار یاروں کو سلام
اٰل و اصحابِ و نبی کے جس قَدر چاہنے والے ہیں ساروں کو سلام

রহমতে হোঁ হার সাহাবী পর মুদাম
আওর খুসুসান চার ইয়ারো কো সালাম
আল ও আসহাব ও নবী কে জিস কদর
চাহনে ওয়ালে হ্যাঁয় সা-রো কো সালাম

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃ: ৬০৬)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ❀❀❀ صَلَّی اللہُ عَلٰی مُحَمَّد

মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللہُ عَنْہُ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা, হযরত আমিরুল মুমিনীন ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللہُ عَنْہُ এর উপনাম "আবু হাফস" এবং উপাধি হলো "ফারুকে আযম"। (মুস্তাদরাক, ৪/২৩৯, হাদিস: ৫০৪২। হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/৭৫, বাণী: ৯৩)

তিনি ইসলাম কবুল করাতে মুসলমানগণ সীমাহীন খুশি হয়েছেন এবং তাদের অনেক বড় একটি ভরসার জায়গা মিলে গেল এই পর্যন্ত যে, রাসূলে করীম صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মুসলমানদের সাথে মিলে হেরেম শরীফে প্রকাশ্যে নামায আদায় করলেন। হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللہُ عَنْہُ এর ঈমান আনার কারণে অমুসলিমদের কোমর ভেঙ্গে গেল। তারা অনেক ভয়ের মধ্যে ছিল।

(তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত, ২/৩২৪। ফয়যানে ফারুকে আযম, ১/৭১২)

আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমি জান্নাতে গেলাম, ওখানে আমি একটি মহল দেখলাম আমি জিজ্ঞাসা করলাম: এই মহলটির কার? ফেরেশতারা বলল: হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ এর। আমি চাইলাম যে ভেতরে প্রবেশ করে সেটা দেখে নিব কিন্তু (হে ওমর!) তোমার ব্যক্তিত্বের কথা মনে পড়ল। এটা শুনে হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ বলতে লাগলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার মা-বাবা আপনার উপর উৎসর্গিত হোক, আমি কি আপনার উপর হস্তক্ষেপ করতে পারি? (বুখারী, ২/৫২৫, হাদিস: ৩৬৭৯)

মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ এর শানে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৩টি বাণী

(১) مَاطَلَعَتِ الشَّمۡسُ عَلٰى رَجُلٍ خَيۡرٍمِّنۡ عُمَرَ অর্থাৎ ওমর رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ এর চেয়ে উত্তম কোন ব্যক্তির উপর সূর্য উদিত হয়নি। (তিরমিযী, ৫/৩৮৪, হাদিস: ৩৭০৪)

(২) اِنَّ اللهَ جَعَلَ الۡحَقَّ عَلٰى لِسَانِ عُمَرَوَقَلۡبِه অর্থাৎ আল্লাহ পাক ওমর رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ এর যবান ও হৃদয়ে হক জারী করে দিয়েছেন। (তিরমিযী, ৫/৩৮৩, হাদিস: ৩৭০২)

(৩) আসমানের সমস্ত ফেরেশতারা হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ কে সম্মান করে এবং জমিনের প্রতিটি শয়তান তাঁর ভয়ে কম্পিত হয়।

(তারিখে দামেস্ক, ৪৪/৮৫)

پس صدّیقِ اکبر مصطفٰے کے سب صحابہ میں   ہے بے شک سب سے اُونچا مرتبہ فاروقِ اعظم کا
گلی سے ان کی شیطاں دُم دبا کر بھاگ جاتا ہے   ہے ایسا رُعب ایسا دَبدَبہ فاروقِ اعظم کا
صحابہ اور اہلِ بیت کی دل میں محبت ہے   بفیضانِ رضا میں ہوں گدا فاروقِ اعظم کا

প্যাস সিদ্দিকে আকবর মুস্তফা কে সব সাহাবা ম্যা
হ্যা বে-শক সব সে উঁচা মরতবা ফারুকে আযম কা
গালি সে উন কি শয়তাঁ দুম দবা কর ভাগ জাতা হ্যা
হ্যা এইসা রোব এইসা দাবদাবা ফারুকে আযম কা
সাহাবা আওর আহলে বাইত কি দিল ম্যা মুহাব্বত হ্যা
বা ফয়যানে রেযা ম্যা হুঁ গদা ফারুকে আযম কা

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃ: ৫২৬)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

মুসলমানদের তৃতীয় খলিফা, হযরত ওসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! মুসলমানদের তৃতীয় খলিফা, হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ হলেন মুসলমানদের তৃতীয় খলিফা। তাঁর উপনাম হলো “আবু আমর” এবং উপাধি হলো “জামেউল কুরআন”। তাঁর একটি প্রসিদ্ধ উপাধি হলো “যুন-নুরাইন” (অর্থাৎ দুই নুরের অধিকারী), কেননা আল্লাহ পাকের নূর, হুযুরপুর নূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم একের পর এক দুইজন শাহজাদীকে হযরত ওসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন। অর্থাৎ যখন একজন শাহজাদী ইন্তেকাল করলেন তখন নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم অপর শাহজাদীকে তাঁর সাথে বিবাহ দিলেন। (মু'জামু কবীর, ২২/৩৪৬, হাদিস: ১০৬১) আমার আকা আ'লা হযরত رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ এই হাদিসটিকে তাঁর শে'রের মধ্যে এইভাবে কবিতা আকারে লিখেছেন:

نُور کی سرکار سے پایا دوشالا نُور کا ہو مبارک تم کو ذُوالنورین جوڑا نُور کا

নূর কী সরকার সে পায়া দো শা-লা নূর কা
হো মুবারক তুম কো যুন-নূরাইন জোড়া নূর কা

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃ: ২৪৬)

ওসমানে গণী رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ এর শানে
প্রিয় নবী صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ২টি বাণী

(১) দানশীলতা হলো একটি জান্নাতী বৃক্ষ আর ওসমান হলো ওই শাখাসমূহ থেকে একটি শাখা। (কানযুল উম্মাল, অংশ: ১১, ৬/২৭৩, হাদিস: ৩২৮৪৯)

(২) প্রত্যেক নবীর একজন সাথী থাকে আর আমার সাথী হলো (অর্থাৎ জান্নাতে) ওসমান। (তিরমিযী, ৫/৩৯০, হাদিস: ৩৭১৮)

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ এই হাদিসে পাকের ব্যাখ্যা অর্থাৎ নবী করীম صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সুমহান বাণীর অর্থ এইভাবে বর্ণনা করেন: আমার বিশেষ সাথী হবে হযরত ওসমান নতুবা সাধারণ সাথী আরো অনেক সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরাও হবে (অর্থাৎ অনেকে আমার সাথী হবে কিন্তু বিশেষ সাথী হবে হযরত ওসমানে গণী)। অতএব কিছু কিছু রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, বিশেষ বন্ধু হবেন আবু বকর ও ওমর رَضِیَ اللہُ عَنۡہُمَا।

(মিরাতুল মানাজীহ, ৮/৩৯৩, মিরকাত, ১০/৪৩২, আয়াতের পাদটীকা: ৬০৭০)

جو دِل کو ضیا دے جو مقدر کو جِلا دے   وہ جلوۂ دیدار ہے عثمانِ غنی کا

জো দিল কো যিয়া দে জো মুকাদ্দার কো জ্বিলা দে
ওহ জলওয়ে দিদার হ্যা ওসমানে গণী কা। (যওকে নাত, পৃ: ৮১)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ❀❀❀ صَلَّی اللہُ عَلٰی مُحَمَّد

হযরতে ওসমানে গণী رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ এর জান্নাতী

একবার এক ব্যক্তি প্রিয় নবী صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলো তো রাসূলে আকরাম صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তার সাথে মুসাফাহা করল (অর্থাৎ হাত মুবারক মিলালো) আর যতক্ষণ পর্যন্ত ওই ব্যক্তিটি তার হাত টানলো না

রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার হাত ছাড়েননি ওই ব্যক্তিটি জিজ্ঞাসা করল: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! হযরত ওসমানে গণী কেমন আছে? বললেন: সে জান্নাতী ব্যক্তিদের মধ্যে একজন। (মু'জামু কবীর, ১২/৩০৯, হাদিস: ১৩৪৯৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ✿✿✿ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

মুসলমাদের চতুর্থ খলিফা, হযরত আলী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর পরিচিতি

মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা, হযরত মাওলা আলী, শে'রে খোদা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর উপনাম হলো "আবুল হাসান" ও "আবু তুরাব"। তাঁর আম্মাজান তাঁর পিতার নাম অনুসারী তাঁর নাম রাখেন "হায়দার", সম্মানিত পিতা নাম রাখলেন "আলী"। হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে "আসাদুল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহ পাকের সিংহ উপাধিতে ভূষিত করেছেন, এছাড়া "মুরতাযা" (অর্থাৎ নির্বাচিত selected)," কাররার (অর্থাৎ দফায় দফায় হামলাকারী)", "শে'রে খোদা" এবং "মুশকিল কুশা" তাঁর প্রসিদ্ধ উপাধি। (মিরাতুল মানাজীহ, ৮/৪১২)

اُس نے لقبِ خاک شَہَنْشاہ سے پایا　　جو حیدرِ کَرّار کہ مولیٰ ہے ہمارا

উস নে লকব খাক শাহেন শাহ সে পায়া
জো হায়দারে কাররার কেহ মাওলা হ্যা হামারা

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃ: ৩২)

শানে মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী: "اَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا অর্থাৎ আমি ইলমের শহর আর আলী হলো ওই শহরের দরজা।"

(মুস্তাদরাক, ৪/৯৬, হাদিস: ৪৬৯২)

আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আলীয়্যুল মুরতাযাকে দেখা ইবাদত।" (মুস্তাদরাক, ৪/১১৮, হাদিস: ৪৭২৭)

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলীশান ইরশাদ হলো: "আমি ইলমের শহর, আবু বকর হলো সেটির ভিত্তি, ওমর সেটির দেওয়াল, ওসমান হলো সেটার ছাদ আর আলী হলো সেটার দরজা।"

(মুসনদিল ফেরদৌস, ১/৪৩, হাদিস: ১০৫)

سنّتوں کا میں چرچا کروں رات دن   ہو عطا ایسا جذبہ پئے چار یار

সুন্নাতো কা ম্যা চর্চা করুঁ রাত দিন

হো আতা এইসা জযবা পায়ে চার ইয়ার

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃ: ২২৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হযরত বিবি ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর শান

আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাণী: "ফাতেমা হলো আমার টুকরা, যে তাকে নারাজ করল সে আমাকে নারাজ করল।"

(বুখারী, ২/৫৫০, হাদিস: ৩৭৬৭)

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তার (অর্থাৎ আমার মেয়ের) নাম "ফাতেমা" এজন্য রাখা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক তাকে এবং তার প্রতি ভালোবাসা পোষণকারীদেরকে দোযখ থেকে মুক্ত করেছেন।

(কানযুল উম্মাল, ১/৫০, হাদিস: ৩৪২২২)

আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমার (অর্থাৎ হযরত বিবি ফাতেমা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর) ক্রোধ আল্লাহ পাকের রোষ ডেকে আনে, আর তোমার সন্তুষ্টি দ্বারা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি বয়ে আনে।

(মুস্তাদরাক, ৩/১৯২, হাদিস: ৩৬১৫)

آپ پر اللہ کی رحمت ہو حضرتِ فاطمہ | آپ کے صدقے میں ہو ہم پر بھی رحمت فاطمہ
ظاہری و باطنی بیماریاں عطّار کی | دُور ہوں، دِلوا دو اپنے رب سے صحّت فاطمہ

আপ পর আল্লাহ কী রহমত হো হযরত ফাতেমা
আপ কে সদকে মে হো হাম পর ভী রহমত ফাতেমা
যাহিরি ও বাতেনী বিমারিয়াঁ আত্তার কী
দূর হো, দিলওয়াদো আপনে রব সে সিহহাত ফাতেমা

খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا এর শানে স্লোগান

دُخترِ مصطفٰی، سیّدہ فاطمہ | زوجہ مُرتَضٰی، سیّدہ فاطمہ
صالحہ پارسا، سیّدہ فاطمہ | مُطَلّقاً باحَیا، سیّدہ فاطمہ
سیّدہ زاہرہ، سیّدہ فاطمہ | طیّبہ طاہِرہ، سیّدہ فاطمہ
عابدہ زاہدہ، سیّدہ فاطمہ | صابرہ شاکرہ، سیّدہ فاطمہ
ساجدہ صائمہ، سیّدہ فاطمہ | عارفہ عادِلہ، سیّدہ فاطمہ
عالمہ عاملہ، سیّدہ فاطمہ | عاقلہ عاصمہ، سیّدہ فاطمہ
خلد میں داخِلہ، سیّدہ فاطمہ | دو خدا سے دِلا، سیّدہ فاطمہ
ہو کرم ہو عطا | سیّدہ فاطمہ

দুখতরে মুস্তফা, সায়্যিদা ফাতেমা | যওজায়ে মুরতাযা, সায়্যিদা ফাতেমা
সালেহা পারসা, সায়্যিদা ফাতেমা | মুত্বলাকান বা হায়া, সায়্যিদা ফাতেমা
সায়্যিদা যাহেরা সায়্যিদা ফাতেমা | তায়্যিবা তাহিরা, সায়্যিদা ফাতেমা
আবেদা যাহিদা, সায়্যিদা ফাতেমা | সাবেরাহ শাকেরাহ, সায়্যিদা ফাতেমা
সাজেদাহ সায়িমা, সায়্যিদা ফাতেমা | আরেফা আদেলা, সায়্যিদা ফাতেমা

আলেমা আমেলা, সায়্যিদা ফাতেমা আকিলা আসেমা, সায়্যিদা ফাতেমা
খুলদ ম্যা দাখেলা, সায়্যিদা ফাতেমা দো খোদা সে দিলা, সায়্যিদা ফাতেমা
হো করম হো আতা সায়্যিদা ফাতেমা

(ওয়াসায়িলে ফেরদৌস, পৃ: ৫৫)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নবী দৌহিত্র হযরত ইমাম হাসান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর শান

রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মিম্বরের উপর ছিলেন আর (ইমাম) হাসান বিন আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পাশে ছিলেন। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনো লোকজনের দিকে মনোজোগ দিতেন আবার কখনো (ইমাম) হাসান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর দিকে। তিনি বললেন: "আমার এই পুত্র সৈয়দ (অর্থাৎ সর্দার), আল্লাহ পাক তাঁর মাধ্যমে মুসলমানদের দুইটি দলের মধ্যে মীমাংসা করে দিবেন। (বুখারী, ২/২১৪, হাদিস: ২৭০৪)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

راکبِ دوشِ شہنشاہِ امم یا حسن ابنِ علی ! کر دو کرم !
فاطمہ کے لال، حیدر کے پسر ! اپنی الفت دو، مجھے دو اپنا غم
اے شہیدِ کربلا کے بھائی جان ! دور ہوں عطّار کے رنج و الم

রাকিবে দোশে শাহানশাহে উমাম ইয়া হাসান ইবনে আলী! কর দো করম!
ফাতেমা কে লাল হায়দার কে পিসার! আপনি উলফত দো মুঝে দো আপনা গম

এ শহীদে কারবালা কে ভাইজান! দূর হোঁ আত্তার কে রঞ্জ ও আলাম

(ওয়াসায়িলে ফেরদৌস, পৃ: ৩৭)

নবী দৌহিত্র হযরত হাসান মুজতবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর শানে স্লোগান

صاحبِ اِتّقا، ہیں حَسَن مُجتَبٰی سَیِّدُالاَسخِیا، ہیں حسن مُجتَبٰی

نواسۂ مصطفٰی، ہیں حسن مجتبٰی فرزندِ مُرتَضٰی، ہیں حسن مجتبٰی

نورِ عینِ فاطمہ، ہیں حسن مجتبٰی دلبندِ مُرتَضٰی، ہیں حسن مجتبٰی

خائفِ کبریا، ہیں حسن مجتبٰی صالح وپارسا، ہیں حسن مجتبٰی

باخُدا باصَفا، ہیں حسن مجتبٰی بِاَیقیں باوَفا، ہیں حسن مجتبٰی

جنّتی بے شُبہ، ہیں حسن مجتبٰی باعَمل بے رِیا، ہیں حسن مجتبٰی

دلبر و دلربا، ہیں حسن مجتبٰی رہبر و رہنما، ہیں حسن مجتبٰی

سیّدوں کے پیشوا، ہیں حسن مجتبٰی ہیں شہیدِ باوَفا، ہیں حسن مجتبٰی

সাহিবুল ইত্তিকা, হ্যায় হাসান মুজতবা
সায়্যিদুল আসখিয়া, হ্যায় হাসান মুজতবা
নাওয়াসায়ে মুস্তফা, হ্যায় হাসান মুজতবা
ফারজান্দে মুরতাযা, হ্যায় হাসান মুজতবা
নূরে আইনে ফাতেমা, হ্যায় হাসান মুজতবা
দিলবান্দে মুরতাযা, হ্যায় হাসান মুজতবা
খায়িফে কিবরিয়া, হ্যায় হাসান মুজতবা

সালেহ্-ও-পারসা, হ্যায় হাসান মুজতবা
বা-খোদা বা-সফা, হ্যায় হাসান মুজতবা
বিল-ইয়াকীন বা-ওয়াফা, হ্যায় হাসান মুজতবা
জান্নাতী বে-শুবহা, হ্যায় হাসান মুজতবা
বা-আমাল বে-রিয়া, হ্যায় হাসান মুজতবা
দিলবার-ও-দিলরুবা, হ্যায় হাসান মুজতবা
রাহবার-ও-রাহনুমা, হ্যায় হাসান মুজতবা
সায়্যিদোঁ কে পেশওয়া, হ্যায় হাসান মুজতবা
হ্যায় শহীদ-এ বা-ওয়াফা, হ্যায় হাসান মুজতবা

(ওয়াসায়িলে ফেরদৌস, পৃ: ৫৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর ফযিলতের উপর ৪টি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী

(১) হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ আমার থেকে আর আমি হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ থেকে, আল্লাহ পাক তাঁকে ভালোবাসেন যে হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ কে ভালোবাসে। (তিরমিযী, ৫/৪২৯, হাদিস: ৩৮০০)

(২) হাসান ও হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا কে যে ভালোবাসল সে আমাকে ভালোবাসল আর যে তাদের শত্রুতা করল সে আমার সাথে শত্রুতা করল। (মুস্তাদরাক, ৪/১৫৬, হাদিস: ৪৮৩০)

(৩) হাসান ও হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا দুনিয়াতে আমার দুইটি ফুল। (বুখারী, ২/৫৪৭, হাদিস: ৩৭৫৩)

(৪) হাসান ও হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا জান্নাতী যুবকদের সর্দার। (তিরমিযী, ৫/৪২৬, হাদিস: ৩৭৯৩)

চেহারা থেকে নূর প্রকাশ

হযরত আল্লামা জামী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه বলেন: হযরত ইমাম আলী মকাম সায়্যিদুনা ইমামে হুসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ শান এটি ছিল যে, যখন তিনি অন্ধকারে তাশরিফ নিতেন তখন তাঁর কপাল মুবারক ও উভয় চোয়াল (অর্থাৎ গাল) মুবারক থেকে নূর বের হতো এবং চারিদিক আলোকিত হয়ে যেত।

(শাওয়াহিদুন নবুওয়া, পৃ: ২২৮)

تیری نسلِ پاک میں ہے بچّہ بچّہ نور کا　　　تُو ہے عینِ نور تیرا سب گھرانہ نور کا

তেরি নসলে পাক ম্যা হ্যা বাচ্চা বাচ্চা নূর কা
তু হ্যা আইনে নূর তেরা সব ঘারানা নূর কা

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃ: ২৪৬)

কূপ থেকে পানি উপচে পড়ল

হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আলী মকাম ইমামে হুসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ যখন মদীনায়ে পাক থেকে মক্কায়ে মুকাররমার দিকে রওনা করলেন তো পথিমধ্যে হযরত সায়্যিদুনা ইবনে মুতী' رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه এর সাথে সাক্ষাত হলো। তিনি বললেন: আমার কূপে পানি অনেক কম, দয়া করে! বরকতের জন্য দোয়া করুন। তিনি ওই কূপের পানি চাইলেন। যখন পানির বালতি আনা হলো তখন তিনি মুখ লাগিয়ে তা থেকে পানি পান করলেন এবং কুলি করলেন। এরপর ওই বালতিটি পুনরায় কূপের মধ্যে ঢেলে দেওয়া হলো তো কূপের পানি বেড়ে গেল এবং আগে থেকে আরও বেশি মিঠা ও মজাদারও হয়ে গেল।

(তাবকাত ইবনে সা'দ, ৫/১১০)

باغِ جنّت کے ہیں بہرِ مدح خوانِ اہلِ بیت　　　تم کو مژدہ نار کا اے دشمنانِ اہلِ بیت

বাগে জান্নাত কে হ্যা বেহরে মাদহে খাওয়ানে আহলে বাইত
তুম কো মুযদাহ নার কা এ দুশমানানে আহলে বাইত

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

স্বর্ণ মুদ্রার থলে

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর খেদমতে এক ব্যক্তি তার দরিদ্রতার অভিযোগ করল। তিনি বললেন: কিছুক্ষণের জন্য বসো! কিছুক্ষণ পরই হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর পক্ষ থেকে একহাজার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) এর পাঁচটি থলে তাঁর দরবারে পেশ করা হলো। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ সবগুলো টাকা ওই গরীব লোকটিকে দিয়ে দিলেন এবং অনুগ্রহ করার পরও দেরী হওয়ার কারণে ক্ষমা চাইলেন।

(কাশফুল মাহজুব, পৃ: ৭৭)

یاشہیدِ کربلا فریاد ہے نورِ چشمِ فاطمہ فریاد ہے
ہے مِری حاجت میں طیبہ میں مروں اے مرے حاجت رَوا فریاد ہے

ইয়া শহীদে কারবালা ফরিয়াদ হ্যা নূরে চশমে ফাতেমা ফরিয়াদ হ্যা
হ্যা মেরি হাজত ম্যা তায়্যিবা মরোঁ এ মেরে হাজত রাওয়া ফরিয়াদ হ্যা

"বুখারী শরীফ" এর হাদিসে পাকে রয়েছে যে, হযরত আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ হযরত ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ সম্পর্কে বলেন, তিনি সবচেয়ে বেশি রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে সাদৃশ্যতা রাখতেন। (বুখারী, ২/৫৪৭, হাদিস: ৩৭৫২) তবে এই কথাটি হযরত আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ হযরত হাসান মুজতবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর শাহাদাতের পর বলেছেন।

মোট কথা হলো, অন্য সমস্ত মানুষের তুলনায় এই দুই শাহজাদা (হযরত ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন) তাঁদের নানাজান صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর সাথে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন। আর তাঁদের দুজনের মধ্যে হযরত ইমাম হাসান মুজতবা, ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ-এর তুলনায় (রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে) বেশি সদৃশ ছিলেন। পরবর্তীতে যখন তাঁর (ইমাম হাসান) ওফাত হয়ে যায়, তখন হযরত ইমাম হুসাইন সম্পূর্ণভাবে সবার চেয়ে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন। (নুযহাতুল ক্বারী, ৪/৬২৮, হাদিস: ১৯৭৬) ইমাম তিরমিযী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: "হাসান মাথা থেকে বুক পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, আর ইমাম হুসাইন তার নিচের অংশ থেকে পা পর্যন্ত (তাঁর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ)।" (তিরমিযী, ৫/৪৩০, হাদিস: ৩৮০৪)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِيۡب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শাহজাদায়ে ইমামে আলী মকাম
হযরত আলী আকবর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ

(নবী দৌহিত্র, ইমামে আলী মকাম হযরত) ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর তিনজন পুত্রের নাম "আলী" ছিলো। আলী আকবর, আলী আউসাত, আলী আসগর। আলী আউসাত ইমাম যয়নুল আবেদীন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُم اَجۡمَعِين, আলী আকবর ও আলী আসগর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا কারবালায় শহীদ হয়েছেন। (মিরাতুল মানাজীহ, ৮/২৭) হযরত আলী আকবর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ ময়দানে কারবালায় ১৮ বছর বয়সে শহীদ হয়েছেন। (তাবকাত ইবনে সা'দ, ৫/১৬৩, বাণী: ৭৫৫) হযরত ইমামে আলী আকবর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'এর সাদৃশ্য ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুরূপ কিছু ব্যক্তিবর্গ

উভয় শাহজাদা অর্থাৎ (১) ইমাম হাসান মুজতবা আর (২) ইমাম হুসাইন رَضِىَ اللهُ عَنْهُ ছাড়াও আরও কিছু হযরত রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাদৃশ্য তথা অনুরূপ ছিলেন: (৩) জাফর বিন তালিব ও তাঁর শাহজাদাগণ (৪) আব্দুল্লাহ বিন জাফর, (৫) কুসাম বিন আব্বাস, (৬) আবু সুফিয়ান বিন হারিস বিন আব্দুল মুত্তালিব, (৭) মুসলিম বিন আকিল বিন আবি তালিব, (৮) হযরত ইমাম শাফেয়ীর দাদা, সায়িব (৯) আব্দুল্লাহ বিন আমের বিন কুরাইয, (১০) কাবিস বিন রাবেয়া বিন আদী, (১১) মুসলিম বিন মুয়াত্তিব বিন আবি লাহাব, (১২) আব্দুল্লাহ বিন হারেস বিন নওফল বিন হারেস বিন আব্দুল মুত্তালিব, (১৩) আলী ইবনে আলী বিন নাজ্জাদ বিন রিফাআহ, (১৪) ইব্রাহিম বিন আব্দুল্লাহ বিন হাসান বিন হাসান বিন আলী, (১৫) ইয়াহইয়া বিন কাসিম বিন জা'ফর বিন মুহাম্মদ বিন আলী বিন হুসাইন বিন আলী, (১৬) আব্দুল্লাহ বিন তালহা খাওলানী। এঁদের ছাড়া (১৭) হযরত ইমাম মাহদী رَضِىَ اللهُ عَنْهُ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর অনুরূপ হবেন। এছাড়াও, (১৮) হযরত ফাতিমাতুয যাহরা رَضِىَ اللهُ عَنْهَا তাঁর সম্মানিত পিতা, রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর অনুরূপ ছিলেন। এঁদের মধ্যে এগারোজন বনু হাশিমের, মোট ১৮ জন।

(নুযহাতুল ক্বারী, ৪/৬২৮, হাদিস: ১৯৭৪। ফাতহুল বারী, ৮/৮৩, আয়াতের পাদটীকা: ৩৭৫৩)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক আর তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

اُس علی اکبر کا صدقہ جو کہ ہیں   ہم شَبِیہِ مصطَفٰے فریاد ہے
یاشہیدِ کربلا فَریاد ہے   نورِ چشمِ فاطمہ فَریاد ہے

উস আলী আকবর কা সদকা জো কেহ হ্যা হাম শাবিহে মুস্তফা ফরিয়াদ হ্যা
ইয়া শহীদে কারবালা ফরিয়াদ হ্যা নূরে চশমে ফাতেমা ফরিয়াদ হ্যা

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃঃ ৫৯৬)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শাহজাদায়ে ইমামে আলী মকাম হযরত আলী আউসাত رَضِیَ اللهُ عَنْهُ

(নবী দৌহিত্র, ইমামে আলী মকাম হযরত) ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর দ্বিতীয় শাহজাদার নাম হলো “আলী আউসাত”। আল মারুফ ইমাম যয়নুল আবেদীন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ। তিনি কারবালার ময়দানে শহীদ হননি ওই সময় তিনি অসুস্থ ছিলেন আর কারবালার ঘটনার পর অনেক বছর বেঁচে ছিলেন। তিনি তাবেয়ী বুযুর্গ ছিলেন অনেক সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِيْن এর কাছ থেকে হাদিস রেওয়ায়েত করেছেন।

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

سَیِّدِ سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے عِلْمِ حَقْ دے باقِر علم ہُدیٰ کے واسطے

সায়্যিদে সাজ্জাদ কে সদকে মে সাজিদ রাখ মুঝে
ইলমে হক দেয় বাকেরে ইলমে হুদা কে ওয়াস্তে

(শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়া, পৃঃ ৬৮)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শাহজাদায়ে ইমামে আলী মকাম
হযরত আলী আসগর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ

(নবী দৌহিত্র, ইমামে আলী মকাম হযরত) ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর তৃতীয় শাহাজাদার নাম হলো "আলী আসগর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ।" তিনি কারবালার ময়দানে তাঁর আব্বাজন হযরত ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর সাথে গিয়েছিলেন, যখন আহলে বাইতে আতহারের আত্মত্যাগী যুবকরা এক এক করে ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর জন্য নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করলেন তখন ইমামে মযলুম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ একা হয়ে গেলেন, তাবুতে গিয়ে নিজের ছোট শাহজাদা (যিনি জনসাধারণের মাঝে আলী আসগর নামে পরিচিত) তাকে ময়দানে নিয়ে আসলেন, এক পাপিষ্ঠ এমনভাবে তীর নিক্ষেপ করল কোলের মধ্যে যবেহ হয়ে গেলেন, ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ তাঁর পবিত্র রক্ত জমিনে রাখলেন আর দোয়া করলেন: "হে আল্লাহ পাক! যদি তুমি আসমানী সাহায্য আমাদের উপর বন্ধ করে দিয়ে থাকো তবে পরিসমাপ্তি উত্তমভাবে করো এবং এই যালিমদের থেকে প্রতিশোধ নাও। (আল কামিল ফিত তারিখ, ৩/৪২৯। আয়েনায়ে কিয়ামত, পৃ: ৭২) আল্লাহ পাক ইমামে আলী আসগর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর উপর রহমত অবতীর্ণ করুক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে মাগফিরাত দান করুক।

اٰمِين بِجاہِ خاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

دے علی اصغر کا صدقہ سَروَرا   پیکرِ جود و سخا فریاد ہے

দে আলী আসগর কা সদকা সরওয়ারা   পয়করে জুদ ও সাখা ফরিয়াদ হ্যা

صَلُّوا عَلَی الۡحَبِيۡب   ❀❀❀   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হযরত ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর সহধর্মিনী হযরত বিবি শেহের বানু رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا

নবী দৌহিত্র, মা-ফাতেমার কলিজার টুকরা, ইমামে আলী মকাম, ইমামে আরশে মকাম হযরত ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর এক স্ত্রীর নাম মুবারক ছিল "শেহের বানু"। তিনি ইরানের শাহজাদী ছিলেন। (মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা) হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর সাথে তাঁর বিবাহ করিয়ে দিয়েছেন। (মিরাতুল মানাজীহ, ৮/১০২ সামান্য পরিবর্তন সহকারে)

শেহের বানু নামকরণের কারণ

মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা, হযরত আলীয়্যুল মুরতাযা শেরে খোদা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ যখন নিজের শাহজাদা ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর বিবাহের পর তাঁদের উভয়কে মুবারকবাদ দিতে গেলেন তখন জিজ্ঞাসা করলেন: তাঁর নাম কি? বললেন: "কেহান বানু" বললেন: "এটার অর্থ কি? বললেন: سَیِّدَۃُ الدُّنۡیَا وَالۡاٰخِرَۃ অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাতের সর্দার।" তখন তিনি বললেন: "سَیِّدَۃُ الدُّنۡیَا وَالۡاٰخِرَۃِ فَاطِمَۃُ بِنۡتُ رَسُوۡلِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم" অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাতের সর্দার তো রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কন্যা হযরত ফাতেমা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا। অতঃপর তাঁর নাম পরিবর্তন করে سَیِّدَۃُ الۡبَلَدَۃِ অর্থাৎ "শেহের বানু" রেখে দিলেন আর তিনি এই নামেই প্রসিদ্ধ হয়ে গেলেন। হযরত বিবি শেহের বানু رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا থেকেই ইমাম যয়নুল আবেদীন জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর কবর মুবারক তেহরান (ইরান) এ অবস্থিত। (মিরাতুল মানাজীহ, ৫/৫০৫)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হযরত বিবি সকিনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا

(শাহজাদী ইমামে আলী মকাম ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ)

(নবী দৌহিত্র, ইমামে আলী মকাম হযরত) ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর একজন শাহজাদীর নাম হলো "সকিনা" رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا। তাঁর আব্বাজান ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সাথে কারবালার ময়দানে সাত বছর বয়সে তাশরিফ নিয়েছিলেন। তিনি কারবালার ঘটনার পর অনেকদিন বেঁচে ছিলেন। আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

মারহাবা! যাহরা বাতূল আয় ফাতেমা বিনতে রাসূল
দোজাহান মে সুরখ রু হ্যাঁয় তেরি ইতরত ফাতেমা
খায়েফিনে কিবরিয়া, আসহাব ও আহলে বাইত হ্যায়
আশিকানে মুস্তফা, আসহাব ও আহলে বাইত হ্যায়
সালেহীন ও আতক্বিয়া, আসহাব ও আহলে বাইত হ্যায়
আবেদিন ও পারসা, আসহাব ও আহলে বাইত হ্যায়
দ্বীন পর দিল সে ফিদা, আসহাব ও আহলে বাইত হ্যায়
সব ইয়েকীনান বা-ওয়াফা, আসহাব ও আহলে বাইত হ্যায়
মুমিনো কে রেহনুমা, আসহাব ও আহলে বাইত হ্যায়
আসিওঁ কা আসরা, আসহাব ও আহলে বাইত হ্যায়
ফযলে মাওলা সে সদা, আসহাব ও আহলে বাইত হ্যায়
আসরা আত্তার কা, আসহাব ও আহলে বাইত হ্যায়

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ✿✿✿ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

সূচিপত্র

দোয়ায়ে আত্তার: ১
দরুদ শরীফের ফযিলত....................১
ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শান....................২
হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শানে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ৩টি বাণী ২
হযরত মাওলা আলীর মুখে শানে সিদ্দিকে আকবর....................৩
মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি....................৪
মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শানে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ৩টি বাণী ৫
মুসলমানদের তৃতীয় খলিফা, হযরত ওসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি....................৬
ওসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শানে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ২টি বাণী ৭
হযরতে ওসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জান্নাতী....................৭
মুসলমাদের চতুর্থ খলিফা, হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পরিচিতি ৮
শানে মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ৮
হযরত বিবি ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর শান....................৯
খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর শানে স্লোগান ১০
নবী দৌহিত্র হযরত ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শান ১১
নবী দৌহিত্র হযরত হাসান মুজতবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শানে স্লোগান....................১২
ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ফযিলতের উপর ৪টি প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বাণী....................১৩
চেহারা থেকে নূর প্রকাশ....................১৪
কূপ থেকে পানি উপচে পড়ল ১৪
স্বর্ণ মুদ্রার থলে....................১৫
শাহজাদায়ে ইমামে আলী মকাম হযরত আলী আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ....................১৬
রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অনুরূপ কিছু ব্যক্তিবর্গ....................১৭
শাহজাদায়ে ইমামে আলী মকাম হযরত আলী আউসাত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ১৮
শাহজাদায়ে ইমামে আলী মকাম হযরত আলী আসগর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ১৯
হযরত ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সহধর্মিনী হযরত বিবি শেহের বানু رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہَا.................... ২০
শেহের বানু নামকরণের কারণ.................... ২০
হযরত বিবি সকিনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا ২১

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাত্তাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net